Cosmo School

মানুষ জাতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে সমাধান করবে পরে উত্তর পত্রের সাথে মিলাবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) নিমতা গ্রামে
খ) পাহাড়তলি গ্রামে
গ) পায়রাবন্দ গ্রামে
ঘ) চুরুলিয়া গ্রামে

২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

ক) ১৯২০ সালে
খ) ১৮২২ সালে
গ) ১৯২৩ সালে
ঘ) ১৯২২ সালে

৩. কিসের সাথে মানুসের বুনিয়াদ গাঁথা?

ক) বংশের
খ) স্বর্গের
গ) নরকের
ঘ) দুনিয়ার

৪. মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ কী হয়?

ক) টিকে থাকে
খ) ধুলায় লোটে
গ) স্থায়ী হয়
ঘ) শেষ হয়ে যায়

৫. মানুষ জাতি কবিতাটি পাঠের উদ্দেশ্য কী?

ক) মানুষের মধ্যে সমান মর্যদা
খ) মানুষের মধ্যে ভিন্নতা তৈরি
গ) ধনী-গরিব ভেদাভেদ সৃষ্টি
ঘ) মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব করা

৬. মানুষ জাতি কবিতাটি কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক) বেণু ও বীণা
খ) অভ্র আবীর
গ) বিদায় আরতি
ঘ) কুহু ও কেকা

৭. কোনটি মানুষের সৃষ্টি?

ক) বর্ণভেদ
খ) গায়ের রং
গ) রক্তের রং
ঘ) শারীরিক গঠন

৮. রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে/আসল মানুষ প্রকট হয়-বলতে বোঝানো হয়েছে-

ক) সহিংসতা
খ) অভাব
গ) সংবেদনশীলতা
ঘ) অনুভূতিশীলতা

৯. মানুষ কেন দোসর খোঁজে ও বাসর বাঁধে?

ক) সংসার করার জন্য
খ) পথ চলার জন্য
গ) মানুষ একা বাঁচতে পারে না
ঘ) সংকট দূর করার জন্য

১০. কবি নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় বলেছেন কেন?

ক) সকলেই সমান নয়
খ) জগৎ জুড়ে মানুষের বিভিন্ন জাতি
গ) পৃথিবীতে সব মানুষের বর্ণ এক
ঘ) সবার উপরে মানুষের স্থান

১১. জলে ডুবি বাঁচি পাইলে ডাঙা কবি এখানে বাঁচি শব্দটির মাধ্যমে কী বুঝিয়েছেন?

ক) বেঁচে থাকা
খ) স্বস্তি পাওয়া
গ) শান্তি পাওয়া
ঘ) নতুন আশায় বুক বাধা

১২. নিচের কোনটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রযোজ্য?

ক) বনলতা সেন
খ) বেণু ও বীণা
গ) গীতাঞ্জলি
ঘ) অগ্নি-বীণা

১৩. কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়।
উদ্দিপকের সাথে মানুষ জাতি কবিতার কোন চরণের ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান?
ক) বর্ণে বণে নাই রে বিশেষ
খ) বাহিরের ছোপ আচড়ে সে লোপ
গ) সে জাতির নাম মানুষ জাতি
ঘ) দুনিয়া সবারই জনম বেদি

১৪. সবারউপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
উদ্দিপকটির চেতনা তোমার পঠিত কোন কবিতাকে নির্দেশ করে?
ক) জন্মভূমি
খ) মানুষ জাতি
গ) সুখ
ঘ) মুজিব

১৫. কালো আর ধলো মানুষ জাতি কবিতায় কী অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?
ক) কালো বর্ণ আর ফর্সা বর্ণ
খ) উচু ও নীচু জাতি
গ) মানুষের ভেতরের রং অভিন্ন নয়
ঘ) মানুষের বাহ্যিক রূপ

১৬. দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো চরণটির তাৎপর্য কী?
ক) মানুষ সঙ্গী চায়
খ) মানুষ একা থাকতে পারে না
গ) মানুষের মধ্যে সমতা
ঘ) সব মানুষ সমান

১৭. এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত চরণে মানবজাতি সম্পর্কে কবির কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে?
ক) এক পৃথিবীর স্নেহছায়ায় বেড়ে ওঠা
খ) মানুষ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ
গ) মানুষ জাতির মধ্যে ভেদাভেদ নাই
ঘ) মানুষের মধ্যকার ভাতৃত্ববোধ

১৮. কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি কথাটির তাৎপর্য কী?
ক) পরবর্তী প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করা
খ) মানুষের মধ্যে সমতা
গ) মানুষে মানুষে একতা
ঘ) সংগ্রাম করা

১৯. মানুষ জাতি কবিতা পাঠের মূল উদ্দেশ্য-
ক) মানব জাতির বন্ধনা করা
খ) মানুষের মধ্যে সমমর্যদাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্ঠি
গ) মানব জাতির মধ্যে ভেদাভেদ নেই
ঘ) মানুষের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ববোধ

২০. মানুষ জাতি কবিতার মূল বিষয়বস্তু কী?
ক) মানুষের মানবিক চেতনা
খ) মানব জাতির ভেদাভেদ
গ) মানুষের বাহ্যিক রূপ
ঘ) মানুষের মধ্যে ভিন্নতা তৈরি

২১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) ১৮২২ সালে
খ) ১৯২২ সালে
গ) ১৮৮২ সালে
ঘ) ১৯৮২ সালে

২২. সব মানুষের জনম-বেদি কোনটি?
ক) জাতি
খ) জমীন
গ) আসমান
ঘ) দুনিয়া

২৩. কবির মতে, মানুষের মধ্যে কীসের তফাত নেই?
ক) ধনী-গরিব
খ) আত্মীয়তায়
গ) বংশে
ঘ) রঙে

২৪. রবি-শশী শব্দের অর্থ কী?
ক) সূর্য ও তারা
খ) চাঁদ ও তারা

গ) সূর্য ও নক্ষত্র

ঘ) সূর্য ও চাঁদ

২৫.যুঝি শব্দের অর্থ কী?

ক) কষ্ট করি

খ) কাজ করি

গ) অগ্রসর হই

ঘ) যুদ্ধ করি

উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক	ঘ	ঘ	খ	ক	খ	ক	গ	গ	ঘ
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ঘ	খ	ক	খ	গ	খ	ক	ক	খ	খ
২১	২২	২৩	২৪	২৫					
গ	ঘ	গ	ঘ	ঘ					

Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি
মানুষ জাতি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও মৃত্যু:

- **১৮৮২** সালে কলকাতার কাছাকাছি **নিমতা গ্রামে** জন্ম গ্রহণ করেন।
- **১৯২২** সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

সাহিত্য সাধনা:

- আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেক ভাষা জানতেন।

উল্লেখযোগ্য রচনা:

- কাব্যগ্রন্থ: 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'বিদায় আরতি'

কর্মজীবন/ পেশা:প্রথমে ব্যবসা করেন পরে সাহিত্য সাধনা করেন।

বিশেষ পরিচিতি: 'ছন্দের জাদুকর'

- (কবিতায় বৈচিত্রপূর্ণ ছন্দের ব্যবহার করার কারণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়।)
- মানুষ জাতি কবিতদার মূল নাম 'জাতির পাঁতি'
- কবিতাটি 'অভ্র আবীর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

মানুষ জাতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

❖ কবিতার চরণ গুলো ব্যাখ্যা করে দেয়া হলো।

১. জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
কবি এই পৃথিবীর মানুষের বাহ্যিক সকল পরিচয়ের উপরে সকল মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন।

২. এক পৃথিবীর স্তনে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।
কবি এখানে মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করে সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রকাশ করেছেন ।

এই পৃথিবী থেকেই সকল মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করে থাকে । অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট ধর্ম, বর্ণ, বংশ, দেশ ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও সকল মানুষ এই পৃথিবীর মাটি পানি ,বাতাস ,চাঁদ, সূর্যের আলো ইত্যাদি দ্বারা লালিত পালিত হচ্ছে।

৩. শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
এখানে কবি সকল মানুষের গরম,ঠাণ্ডা, ক্ষুধা তৃষ্ণার মত যে সকল অনুভূতি আছে তা সকলেরই সমানতা বলতে চেয়েছেন।

৪. কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
কবি এখানে কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি বলতে - ছোটদের কে বড় করে তোলা বা পরিপুষ্ট করে তোলার কথা বলেছেন। অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন এই পৃথিবীর সকল মানুষই ছোট থেকে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকার জন্য সকলেই সংগ্রাম বা লড়াই করে।

৫. দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা একা বাস করতে পারে না। তারা বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন সকলের সাথে সম্প্রীতি গড়ে তোলে। জীবনে চলার পথে কখনো কখনো বিপদ আসতে পারে আবার সেই বিপদ কাটিয়ে সামনে চলতে শুরু করে্।
আসলে মানুষের বাহিরের রং ভিন্ন হলেও সকল মানুষের ভিতরে এক অভিন্ন লাল রঙের রক্তের প্রবাহ রয়েছে।

৬. বামুন, শুদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
কবি এখানে কৃত্রিম ভেদ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সমাজে মানুষে মানুষে বিদ্যমান শ্রেণি বৈষম্য কে। কবি বলতে চেয়েছেন যে মানুষে মানুষে এই কৃত্রিম ভেদাভেদ থাকলেও মানুষের আসল পরিচয় সে মানুষ। সে সকল জাতি ,ধর্ম বর্ণ গোত্রের উর্ধ্বে। এই পরিচয়ের মধ্যেই মানুষের সকল বৈষম্য ধুলায় মিশে যায়।

৭. রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
মানুষের মধ্যে যখন মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয় তখন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়।
অর্থাৎ মানুষের মধ্যে রাগ, অনুরাগ, ভালো- মন্দ কাজের মধ্যে যদি ভেদাভেদ ভুলে অন্যদের কল্যাণে এগিয়ে যায় তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

৮. বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
কবির মনে করেন এই পৃথিবীতে বর্ণে বর্ণে তেমন কোন পার্থক্য নেই কারণ এই সমগ্র পৃথিবীটাই হচ্ছে বিধাতার বা স্রষ্টার।

৯. বংশে বংশে নাইকো তফাত
বনেদি আর গর-বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম -বেদি
এই পৃথিবীতে বংশে বংশে, কে অভিজাত আর কে অভিজাত নয় এসব তুচ্ছ । এখানে সবার সাথে একটাই সম্পর্ক যে তারা মানুষ । কারণ সকল মানুষের জন্মস্থান এই পৃথিবীই।

- **বানান:**জগৎ, স্তন্য, শশী, শীতাতপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বালা, যুঝি, খুঁজি, আঁচড়,শূদ্র, বৃহৎ, নিদ্রিত, ব্রহ্মময়, বনেদি, বুনিয়াদ

- **শব্দার্থ :** পাঠ্য বইয়ের সকল শব্দার্থ পড়া।

❖ **শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজেরা মূল্যায়ন সীট সমাধান করার চেষ্টা করবে এরপর উত্তর পত্র দেখে মিলাবে।**

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

১) 'ডাঙা' শব্দের অর্থ কী?
২) 'মানুষ জাতি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
৩) সবাই সমান ভাবে কী বুঝি?
৪) আমাদের সকলের সাথি কে?
৫) কী ধুলায় লুটায়?
৬) 'মানুষ জাতি' কবিতার মূল নাম কী?
৭) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কী হিসাবে খ্যাত?
৮) তফাত শব্দের অর্থ কী?
৯) 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কী?
১০) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোন গ্রামে কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
১১) 'জনম-বেদি' শব্দের অর্থ কী?
১২) 'যুঝি' অর্থ কী?
১৩) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কত বছর বেঁচেছিলেন?
১৪) 'মানুষ জাতি' কবিতার পাঠের উদ্দেশ্য কী?
১৫) কী খোঁজার মাধ্যমে আমরা বাসর বাঁধি?
১৬) আমাদের বুনিয়াদ কার সাথে বাধা?
১৭) 'ছোপ' অর্থ কী?
১৮) আমাদের সবার ভেতরের রং কী?
১৯) কৃত্রিম ভেদ কোথায় লোটে?
২০) নিখিল জগৎ কেমন?
২১) 'ডাঁটে' অর্থ কী?
২২) 'বেণু ও বীণা' কোন ধরনের রচনা?
২৩) 'রবি-শশী' অর্থ কী?
২৪) বাংলা সাহিত্যে কোন কবিকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়?
২৫) মানুষের কৃত্রিম পরিচয় কী কী?
২৬) মানুষ আজ কৃত্রিম পরিচয়ে নিজেদের কী করেছেন?
২৭) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে মৃত্যু বরণ করেন?
২৮) 'মানুষ জাতি' কবিতার মূল কথা কী?

উত্তর:

১) 'ডাঙা' শব্দের অর্থ স্থল বা উঁচুভূমি।
২) 'মানুষ জাতি' কবিতাটি 'অভ্র আবীর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।
৩) শীতাতপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার জ্বালা সবাই সমানভাবে বুঝি।
৪) একই রবি শশী আমাদের সবার সাথি।
৫) কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
৬) 'মানুষ জাতি' কবিতার মূল নাম 'জাতির পাঁতি'।
৭) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দের জাদুকর হিসাবে খ্যাত।
৮) 'তফাত 'শব্দের অর্থ পার্থক্য।
৯) 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বিধাতা বা পরমেশ্বর।
১০) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
১১) 'জনম-বেদি' শব্দের অর্থ জন্মস্থান।
১২) 'যুঝি' অর্থ যুদ্ধ করি।
১৩) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪০ বছর বেঁচেছিলেন।
১৪) 'মানুষ জাতি' কবিতার পাঠের উদ্দেশ্য জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব তৈরি করা।
১৫) দোসর খোঁজার মাধ্যমে আমরা বাসর বাঁধি।
১৬) আমাদের বুনিয়াদ দুনিয়ার সাথে বাঁধা।
১৭) 'ছোপ' অর্থ রঙের পোঁচ।
১৮) আমাদের সবার ভেতরের রং লাল।
১৯) কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
২০) নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
২১) 'ডাঁটে' অর্থ পুষ্ট/ সমর্থ বা শক্ত।
২২) 'বেণু ও বীণা' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কাব্যগ্রন্থ।
২৩) 'রবি-শশী' অর্থ সূর্য ও চাঁদ।
২৪) বাংলা সাহিত্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দের জাদুকর বলা হয়।
২৫) মানুষের কৃত্রিম পরিচয় জাতিভেদ, গোত্রভেদ, বর্ণভেদ, বংশকৌলীন্য।
২৬) মানুষ আজ কৃত্রিম পরিচয়ে নিজেদের সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ করেছেন।
২৭) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২২ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
২৮) 'মানুষ জাতি' কবিতার মূল কথা আমাদের একটাই পরিচয় আমরা মানুষ জাতি।

Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি

নীলনদ আর পিরামিডের দেশ

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেকচার -১

লেখক পরিচিতি

নাম	সৈয়দ মুজতবা আলী
জন্ম ও মৃত্যু	১৯০৪ সালে আসামের করিমগঞ্জে জন্ম। ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে ছিলেন ৫ বছর। এরপর শান্তিনিকেতন থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।
পেশা	আলীগড় কলেজ, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়,ও কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।
উল্লেখযোগ্য রচনা	'শবনম', 'দেশে-বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'জলে-ডাঙায়'
বিশেষ পরিচয়	রম্য রচয়িতা হিসাবে বিশেষ খ্যাত।

পাঠ পরিচিতি

এই ভ্রমণকাহিনিটিতে লেখক তুলে ধরেছেন-

- বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার লীলভূমি 'মিশর' দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান,সংস্কৃতি।
- মরুভূমির জীবন ও যানবাহন হিসাবে উটের অপরিহার্যতা সম্পর্কে
- কায়রো শহরের অবস্থান ও মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে
- পিরামিড ও ভূবন বিখ্যাত মসজিদের ইতিহাস ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গ
- নীলনদের প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও এর অবদান।

উৎস:

নীলনদ আর পিরামিডের দেশ রচনাটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত ' জলে-ডাঙায়' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে।

কুইজ:১

সঠিক উত্তরটি লিখ।

১. সৈয়দ মুজতবা আলী কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?

ক) ১৯০৮ সালে
খ) ১৯০৪ সালে
গ) ১৯১০ সালে
ঘ) ১৯১২ সালে

২. সাহিত্যের কোন শাখায় সৈয়দ মুজতবা আলী অধিক খ্যাত ছিলেন?

ক) উপন্যাস
খ) কবিতা
গ) নাটক
ঘ) রম্য রচনা

৩. সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম কোথায়?

ক) নারায়রগঞ্জের করিম গঞ্জে
খ) আসামের করিমগঞ্জে
গ) সিলেটের শভুগঞ্জে
ঘ) কিশোরগঞ্জে

৪. নিচের কোনটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত নয়?

ক) চাচ কাহিনি
খ) শবনম
গ) রহস্যের শেষ নাই
ঘ) পঞ্চতন্ত্র

৫. সৈয়দ মুজতবা আলী কত সালে মৃত্যু বরণ করেন?

ক) ১৯৮৪ সালে
খ) ১৯৮২ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে
ঘ) ১৯৮৮ সালে

৬. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক) রহস্যের শেষ নাই
খ) দেশে-বিদেশে
গ) জলে-ডাঙায়
ঘ) চাচা কাহিনি

উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬
খ	ঘ	খ	গ	গ	গ

Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি

নীলনদ আর পিরামিডের দেশ

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেকচার -২

শিক্ষার্থীরা প্রথমে গদ্যটি রিডিং পড়বে ২ বার ও শব্দার্থ পড়বে।

মূল বিষয় :

নীলনদ আর পিরামিডের দেশ লেখকের একটি ভ্রমণ কাহিনি লখক জাহাজে করে প্রথমে সুয়েজ বন্দর সন্ধ্যায় পৌঁছলো।

লেখক যে মিশরে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলো তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই কাহিনিতে রয়েছে। আমরা জানি নীলনদের তীরেই সমগ্র মিশর অবস্থিত । লেখক যখন মিশরে পৌঁছলো তখন চারিদিকে মরুভূমি আর সূর্য অস্ত যাওয়ার মনোরম দৃশ্য।

চারিদিকে বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন ভাবে বদল হয় আর এই দৃশ্য লেখক কে মুগ্ধ করে।

লেখক ক্রমে ক্রমে মরুভূমির মধ্যে ঢুকে পড়লো। মরুভূমির উপর চাঁদের আলোয় চারিদিক অদ্ভুদ সৌন্দর্য অনুভব করলো। লেখকের কাছে একটু ভুতুরে মনে হল। ফলে চারিদিকের আবছা আলো ও অন্ধকারের মাঝে উটের চোখ দুটোর উপর যখন মোটর গাড়ির হেডলাইট পড়লো তখন ভুতের চোখ মনে হল।

মরু দেশের প্রধান বাহন উটের ক্যারাভান যাকে কাফেলা বলা হয়। মরুভূমিতে একটি কথা প্রলিত আছে যে তারা মরুভূমিতে পানির অভাবে তৃষ্ণায় অনেক বেদুইন (আরবের একটি যাযাবর জাতি) মৃত্যু বরণ করতো আর এই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা তাদের সন্তানের চেয়েও প্রিয় উট জবাই করে তার পানি পান করতো। *** উট তার পেটে পানি জমিয়ে রাখতে পারে। লেখক একটু ভিত হয়ে পরলো কারণ মোটর গাড়িতে উঠার সময় যথেষ্ট পরিমান পানি (পাঁচশত গ্যালন) সঙ্গে নেয়নি।

#অনেকক্ষণ ঘুমের পর লেখক একটি শহরতলীতে ঢুকলো যার নাম কায়রো । কায়রো শহর খুবই জনবহুল শহর । এখানে মানুষ গিজগিজ করে। সারা রাত এখানে মানুষের আনাগোনা চলে তাই কায়রো শহরকে নিশাচর শহর বলে।

#লেখক কায়রো শহরের খাবারের (মুরগি মুসল্লম, শিক কাবাব, শামি কাবাব) দিকে তাকিয়ে ভারতীয় খাবারের কাছাকাছি মনে হল তাই লেখক কায়রোর রান্নাকে ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন বলে মনে করলেন।

#কিন্তু লেখকের তখন দেশের রান্না (আতপ চাল, উচ্ছে ভাজা, মাছের ঝোল) খেতে ইচ্ছে হল। আসলে দীর্ঘ দিন দেশীয় খাবার খেতে না পারায় তার এই অনুভূতি হল।

***লেখকের কাছে মনে হল কায়রো শহরে বিভিন্ন জাত-বেজাতের লোকের সমাবেশ। এর মধ্যে আছে কালো বর্ণের কোঁকড়া চুল, লাল পুরু ঠোঁটের নিগ্রো ও ছ'ফুটের মত লম্বা সুদানবাসীা

***লেখকের বর্ণনায় কায়রোতে দৈবাৎ (খুবই কম) বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে বায়স্কোপ ও হয় খোলামেলাতে।

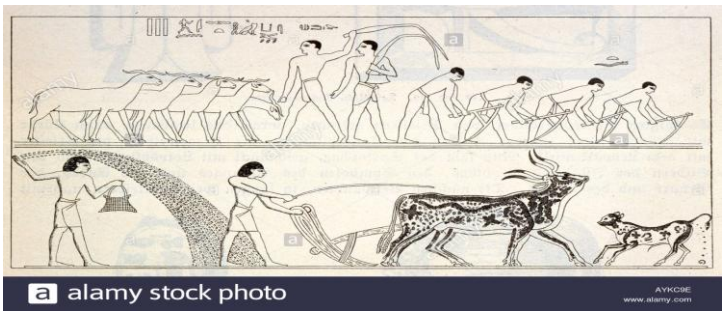

লেখক এরপর দেখতে পেল নীলনদ। চাঁদের আলোয় নীলনদের সৌন্দর্য লেখককে মুগ্ধ করলো। নীলনদের পানি দিয়ে সমগ্র মিশরের কৃষিকাজ করা হয় বলে নীলনদকে মিশরের প্রাণ বলে। নীলনদে মহাজনি তিনকোণা পাল তুলে নৌকা চলে।

লেখকের চোখে পড়লো সবচেয়ে পুরানো কীর্তিস্তম্ভ (মহৎ অবদানের স্মরণে নির্মিত সৌধ) পিরামিড।

** পিরামিড হলো- মিশরের সম্রাটরা মনে করতেন তাদের দেহ অক্ষত রাখলে পরকালে তারা অনন্ত জীবন পাবে। যেহেতু মিশর ছিলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নত তাই তারা মৃত্যুর পর তাদের দেহ কে নানা ওষুধের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত করতো। একে মমি বলে।

**সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরি করতে ১ লক্ষ লোকের ২০ বছর লেগেছিলো।

লেখক এরপর রাতের শেষ ও ভোরের সূর্য উদয়ের মধ্য দিয়ে শহর থেকে বের হয়ে আসতে থাকে। আধো আধো ঘুমে লেখকের চোখে ধরা দিলো মিশরের ভূবন বিখ্যাত মসজিদগুলো। মসজিদগুলোর মিনার ও নিপুন মোলায়েম কাজ দেখে লেখক মুগ্ধ।

লেখক মনে করেন পৃথিবীর বহু দেশ থেকে নীলের ,পিরামিড ও মসজিদগুলোর অপরূপ সৌন্দর্যের কারণেই মিশরে এত লোক ভ্রমণ করতে যায়।

কুইজ:-২

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে উত্তর লিখবে এবং পরে উত্তরপত্র দেখে মিলাবে।

সঠিক উত্তরটি লিখ।

১. মরুভূমির সমস্ত দৃশ্য লেখকের কাছে কেমন মনে হলো?

ক) ভূতুরে
খ) গোলকধাঁধা
গ) বিস্ময়কর
ঘ) অবিশ্বাস্য

২. মরুভূমির উপর চন্দ্রলোক বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক) চাঁদের দেশের কথা
খ) চাঁদনী রাতে মরুভূমির সৌন্দর্যের কথা
গ) মরুভূমিতে চাঁদের হাটের কথা
ঘ) চাঁদ ও মরুভূমির তুলনা

৩. কোথায় সূর্য অস্ত গেল?

ক) মিশরের মরুভূমির পিছনে
খ) সাহারা মরুভূমির পিছনে
গ) মিশরের পিরামিডের পিছনে
ঘ) শহরতলীর পিছনে

৪. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ রচনায় সন্ধ্যার দিকে জাহাজ কোথায় পৌছলো?

ক) এডেন বন্দর
খ) পায়রা বন্দর
গ) মংলা বন্দর
ঘ) সুয়েজ বন্দর

৫. লেখক কখন কায়রোতে পৌছে গিয়েছিলেন?

ক) সকাল দশটায়
খ) রাত এগারোটায়
গ) বেলা বারোটায়
ঘ) রাত দশটায়

৬. কায়রোর রাস্তা কিসে ম-ম করছে?

ক) ফুলের গন্ধে
খ) রান্নার খোশবাইয়ে
গ) আতপ চালের ঘ্রাণে
ঘ) ফলের গন্ধে

৭. সৈয়দ মুজতবা আলী ও তার বন্ধুরা কোথায় হুড়মুড় করে ঢুকলো?

ক) রেস্তোরায়
খ) ক্যাফে
গ) ড্যান্স হলে
ঘ) শহরে

৮. কোন দেশের অধিবাসীরা প্রায় ৬ ফুট লম্বা?

ক) মিশর
খ) কায়রো
গ) ইন্দোনেশিয়া
ঘ) সুদান

৯. মৃত দেহ কে মমি বানিয়ে মিশরীয়রা কোথায় রাখত?

ক) কবরে
খ) জাদুঘরে
গ) শক্ত পিরামিডের ভিতরে
ঘ) কাফেলার ভেতরে

১০.নীলনদ আর পিরামিডের দেশ রচনায় কাদের গায়ের রং ব্রোঞ্জের মত?

ক) সুদানবাসীর
খ) নিগ্রোদের
গ) ভারতীয়দের
ঘ) কায়রো শহরের লোকের

১১. পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো কীর্তিস্তম্ভ কোনটি?

ক) পিরামিড
খ) তাজমহল
গ) লালবাগের কেল্লা
ঘ) মহাস্থানগড়

১২. পিরামিড তৈরি করতে কতটুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল?

ক) একুশ লক্ষ
খ) বাইশ লক্ষ
গ) তেইশ লক্ষ
ঘ) ছাব্বিশ লক্ষ

১৩. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ গল্পের গল্পকথক পূর্বাকাশ থেকে কীসের পূর্বাভাস পেলেন?

ক) চন্দ্রাস্তের রক্তছটা
খ) সূর্যাস্তের লাল আভার
গ) অরুনোদয়ের
ঘ) ঝড়ের

১৪. গণ্ডা অর্থ কী?

ক) ২টি
খ) ৪টি
গ) ৬টি
ঘ) ৮টি

১৫. ক্যাবারে শব্দটির অর্থ কী?

ক) জাতি বিশেষ
খ) রেস্তোরা
গ) নাচ ঘর
ঘ) ঘর বাড়ি

১৬. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ শীর্ষক রচনাটি কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক) দেশে-বিদেশে
খ) জলে-ডাঙায়
গ) শবনম
ঘ) চাচ কাহিনি

১৭. মিশরের ভুবন বিখ্যাত অপূর্ব সৌন্দর্যে নিদর্শন কোনটি?

ক) মসজিদ
খ) পিরামিড
গ) ভাষ্কর্য
ঘ) স্তম্ভ

১৮. সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে বলতে বোঝানো হয়েছে-

ক) পিরাামিডকে
খ) লালবাগের কেল্লাকে
গ) মসজিদের মিনারকে
ঘ) ষাট গম্বুজকে

১৯. অরুনোদয় বলতে কী বোঝায়?

ক) চাঁদের উদয়
খ) চাঁদের অস্ত যাওয়া
গ) সূর্যের অস্ত যাওয়া
ঘ) সূর্যের উদয়

২০. চন্দ্রাস্ত শব্দের অর্থ কী?

ক) ভারী ঘটনার সংকেত
খ) দিনের শেষ
গ) চাঁদের অস্ত যাওয়া
ঘ) দিনের শুরু

২১. নিষ্প্রভ শব্দটি নিচের কোন অর্থ প্রকাশ করে?

ক) রেহাই
খ) দীপ্তিহীন
গ) সূর্যের রশ্মি
ঘ) অসাড়

২২. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ রচনায় ফারাও বলতে বোঝানো হয়েছে?

ক) মিশরের প্রাচীন সম্রাট
খ) মোগল সম্রাট
গ) জাতি বিশেষ
ঘ) সুদানবাসী

২৩. কায়রো শহরের ঐতিহাসিকতার কারণ
ক) চারদিকে নদী
খ) মরুভূমি
গ) পিরামিড
ঘ) নিগ্রোদের বাসস্থান

২৪. পিরামিড তৈরি করার কারণ কী?
ক) মৃতদেহকে সংরক্ষণ
খ) সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে
গ) কালাপনিক ধারনা থেকে
ঘ) ধর্মীয় আচার পালনের জন্য

২৫. কায়রো শহরের পথচারীদের ক্ষুধা বাড়ার কারণ-
ক) ভেসে আসা খাবারের সুগন্ধে
খ) খাবারের অতুলনীয় স্বাদ
গ) অনেক দূর হেঁটে আসার কারণে
ঘ) খাবার সঙ্গে না থাকায়

২৬. ঠেলাঠেলি করে ঢোকা বা বের হওয়ার ভাব নির্দেশকটি প্রমিত বাংলা চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়?
ক) ঠাসাঠাসি
খ) ধাক্কাধাক্কি
গ) ঠেলাঠেলি
ঘ) হুড়মুড়

জ্ঞানমলক প্রশ্ন:

১. নীলনদ আর পিরামিডের দেশ রচনায় 'জাত-বেজাত' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
২. মিশরের বিখ্যাত নদের নাম কী?
৩. বহু সমঝদার শুধু কী দেখতে মিশরে আসেন?
৪. মিশরে কয়টি পিরামিড ভুবন বিখ্যাত
৫. মিশরে গিয়ে লেখকের প্রাণ কেন কাঁদছিল?
৬. সূর্যের লাল ও নীল রং মিলে কোন রং ধারন করে?
৭. 'মমি' শব্দের অর্থ কী?
৮. নাইল' অর্থ কী?
৯. ভূমধ্যসাগর থেকে কত মাইল পেরিয়ে মন্দমধুর ঠান্ডা হাওয়া আসছিল?

অনুধাবন প্রশ্ন:

১. এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
২. ফারাওরা কেন পিরামিড তৈরি করেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।
৩. 'জ্বলজ্বল দুটি সবুজ চোখ বলতে কী বুঝিয়েছেন?
৪. 'সেগুলোই ভুবনবিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্টর্যের অন্যতম'- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৫. কায়রো কে নিশাচর শহর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

*** পাঠ্য বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন ২টি অনুশীলন করবে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক	খ	ক	ঘ	খ	খ	ক	ঘ	গ	ক
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ক	গ	গ	খ	গ	খ	ক	ক	ঘ	গ
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬				
খ	ক	গ	ক	ক	ঘ				

Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি

ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

লেকচার -১

লেখক পরিচিতি

নাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জন্ম ও মৃত্যু	১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯৭৬ সালে ২৯ শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন
পিতা ও মাতা	**পিতার নাম: কাজী ফকির আহমদ** **মাতার নাম: জাহেদা খাতুন**
পেশা	❖ **ছোটবেলায় লেটের দলের গান গাইতেন।** ❖ **রুটির দোকানে কাজ করেন।** ❖ **সেনাবাহিনীতে হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন।** ❖ **পত্রিকা সম্পাদনা ও সাহিত্য সাধনা করেন।**
উল্লেখযোগ্য রচনা	তিনি সাহিত্যের কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ছোটদের জন্যও তিনি রচনা করেন গল্প, কবিতা, গান, নাটক। ছোটদের জন্য তার লেখা কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'ঝিঙে ফুল', পিলে পটকা , 'ঘুম জাগানোর পাখি', 'ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি' নাটক হচ্ছে 'পুতুলের বিয়ে'
বিশেষ পরিচয় ও উপাধি	বিদ্রোহী কবি হিসাবে নন্দিত ❖ অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে উদ্দীপনামূলক কবিতা লিকতেন বলে তিনি বিদ্রোহী কি হিসাবে নন্দিত আসন পেয়েছেন। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর লেখা 'চল চল চল' আমাদের রণ সংগীত।

পাঠ পরিচিতি

- **প্রকৃতির প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয়** দিয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম । অর্থাৎ-

  কবিতাটিতে গ্রামবাংলার সাধারণ একটি ফুল ঝিঙে ফুল কখন কিভাবে ফুটে থাকে সেই সব বিবরণের মধ্য দিয়ে পরম মমতার সাথে প্রকৃতির সাথে যে কবির গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ রয়েছে তা

- **পৌষের বেলা** যখন শেষ তখন **সবুজ পাতার দেশে জাফরান রঙ** ধারণ করে ঝিঙে ফুল মাচার উপর ফুটে থাকে।
- বোঁটা ছিড়ে চলে আসার জন্য **প্রজাপতি ডাকে, তারারাও ডাকে আকাশে** চলে যাওয়ার জন্য । কিন্তু সবার ডাকে সাড়া না দিয়ে **নিজ মায়ের কোলে থাকার ইচ্ছার কথাই বলে ঝিঙে ফুল**।
- এ কবিতায় প্রকৃতির প্রতি কবির ভালোবাসা একটি ঝিঙে ফুলকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

পাঠের উদ্দেশ্য: পরিবেশ-চেতনা অর্জন ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে উত্তর লিখবে এবং পরে উত্তরপত্র দেখে মিলাবে।

কুইজ:১

সঠিক উত্তরটি লিখ।

১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?

ক) ১৯০৮ সালে
খ) ১৯০৪ সালে
গ) ১৮৯৯ সালে
ঘ) ১৯১২ সালে

২. কবি কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামের নাম কী?

ক) পাহাড়তলী
খ) তাজপুর
গ) সিংহপুর
ঘ) চুরুলিয়া

৩. 'পুতুলের বিয়ে' কোন ধরনের রচনা?

ক) উপন্যাস
খ) কাব্য
গ) নাটক
ঘ) গল্প

৪. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নয়?

ক) ঘুম জাগানোর পাখি
খ) ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি
গ) ছোটদের আবৃত্তি
ঘ) পিলে পটকা

৫. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত তারিখ মৃত্যু বরণ করেন?

ক) ১৯৭৬ সালে ২৯ শে আগস্ট
খ) ১৯৮২ সালে ২৯ শে আগস্ট
গ) ১৯৭৪ সালে ২৪ শে মে
ঘ) ১৯৮৮ সালে ২৪ শে মে

৬. বিদ্রোহী কবি হিসাবে কে নন্দিত আসন পেয়েছেন?

ক) আবদুল্লাহ আল-মুতী
খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

৭. আমাদের রণসংগীতের রচয়িতা কে?

ক) রবীন্দনাথ ঠাকুর
খ) আব্দুল আলীম
গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) কাজী ফকির আহমদ

৮. 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একজন-

ক) মানবতার কবি
খ) বিদ্রোহী কবি
গ) প্রেমের কবি
ঘ) সাম্প্রদায়িক কবি

৯. ছোটবেলায় তিনি কোথায় গান করেছেন?

ক) মঞ্চে
খ) রেডিওতে
গ) রুটির দোকানে
ঘ) লেটোর দলে

১০.কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কোথায় সমাহিত করা হয়েছে?

ক) ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে
খ) ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের টি এস সি প্রাঙ্গনে
গ) বর্ধমানে
ঘ) আসানসোলে

উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ	ঘ	গ	গ	ক	খ	গ	গ	ঘ	ক

Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি

ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

লেকচার -২

শিক্ষার্থীরা প্রথমে কবিতাটি রিডিং পড়বে ২ বার ও শব্দার্থ পড়বে।

কবিতার চরণগুলো ব্যাখ্যা করে দেয়া হল:

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল-
ঝিঙে ফুল।

ঝিঙে ফুল- ঝিঙে সবজির ফুল
ফিরোজিয়া– ফিরোজা রঙের

এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত মমতার সাথে ঝিঙে ফুল কে নিয়ে বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি যে কবির অপরিসীম ভালোবাসা রয়েছে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে -কুল বলতে কবি বুঝিয়েছেন যে সবুজ ঝিঙে গাছ ও সবুজ পাতার মধ্যে যখন ঝিঙে ফুল ফোটে তখন মনে হয় সবুজের রাজ্যে যেন ফুল ফুটে রয়েছে।

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল–
ঝিঙে ফুল।।

গুল্মে পর্ণে – ঝোপঝাড়ে ও পত্রপল্লবে
লতিকা– লতা
কর্ণে– কানে
দুল– কানে পরার অলঙ্কার বিশেষ

প্রকৃতিপ্রেমিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম কল্পনা করেন যে, কানে যেরকম স্বর্ণের দুল ঝলমল করে দোলে তেমনি ঝিঙে গাছের ঝোপ ঝাড়ে ও পাতার মধ্যে যখন লতার কানে ফুল গুলো ফোটে তখন তেমনি মনে হয়।

কবি আসলে এই চরণগুলো দিয়ে ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

হিয়া- হৃদয়
সাঁঝে– সন্ধ্যায়

পাতার দেশের পাখি বলতে ঝিঙে গাছের সবুজ পাতার দেশে ঝিঙে ফুলের অবস্থানকে কবির কাছে পাখির মত উচ্ছল মনে হয়েছে এবং ঝিঙে ফুলের বোঁটার সাথে নিবিড় সম্পর্ক কে বোঝাতে চেয়েছেন।

গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে–বলতে বোঝানো হয়েছে–সন্ধ্যা বেলা যখন ঝিঙে ফুল ফোটে তখন তার সৌন্দর্যে কবির অন্তরে সুরের মূর্ছনা বেজে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে উত্তর লিখবে এবং পরে উত্তরপত্র দেখে মিলাবে।

কুইজ:২

সঠিক উত্তরটি লিখ:

১. গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে- এখানে তব বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?

ক) পাতার দেশকে
খ) ঝিঙে ফুলকে
গ) পাখিকে
ঘ) শ্যামলী মাকে

২. 'ঝিঙে ফুল ' কবিতায় কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক) কবির মাটির প্রতি মমতা
খ) কবির গাছ পালার প্রতি মমতা
গ) কবির নীরবতা
ঘ) কবির প্রকৃতি প্রেম

৩. 'ঢল ঢল স্বর্ণে"- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ক) ঝিঙে ফুলের সোনালি আভাকে।
খ) ঝিঙে ফুলের আকৃতিকে
গ) ঝিঙে ফুলের দোদুল্যমান অবস্থানকে
ঘ) ঝিঙে ফুলের বিচিত্র রং-বাহারকে

৪. ঝিঙে ফুল কী রঙে ফুটেছে?

ক) হলুদ
খ) সবুজ
গ) সাদা
ঘ) ফিরোজিয়া

৫. সবুজ পাতার দেশ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) শহর কে
খ) গ্রামকে
গ) পল্লীকে
ঘ) বাংলাদেশকে

৬. সকালে পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে এর সঙে ঝিঙে ফুল কবিতার কোন বিষয়টির সাদৃশ্য আছে?

ক) মায়ের গান শুনে খুকু ঘুমায়
খ) জাফরান রঙের ঝিঙে ফুল মাচার উপর
গ) সবুজ পাতার দেশে ঝিঙে ফুল যেন পাখি
ঘ) ফুটন্ত ঝিঙে ফুলের গান শুনে সন্ধ্যা নামে

৭. পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে– চরণটিতে কবি নিচের কোন ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন?

ক) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা
খ) মানুষের প্রতি ভালোবাসা
গ) প্রকৃতির অসাধারন সমন্বয়
ঘ) পড়ার প্রতি ভালোবাসা

৮. ঝিঙে ফুল যে গাছে ফোটে তা কোন জাতীয় গাছ?

ক) লতা
খ) কাঁটা
গ) গুল্ম
ঘ) ঝোপ

৯. 'ঝিঙে ফুল' কীসের প্রতীক?

ক) গ্রাম বাংলার সৌন্দর্যের
খ) নিসর্গের সৌন্দর্যের
গ) শীতকালের সৌন্দর্যের
ঘ) শহরের সৌন্দর্যের

১০. 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরিচিতি–

ক) মানবতাবাদী কবি হিসাবে
খ) বিদ্রোহী কবি হিসাবে
গ) বিপ্লবী কবি হিসাবে
ঘ) প্রকৃতি প্রেমী কবি হিসাবে

উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
খ	ঘ	ক	ঘ	ঘ	ঘ	গ	ক	খ	ঘ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

ঝিঙে ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

লেকচার -৩

পউষের– পৌষ মাষের
পরি– পরিধান করা
জাফরানি– জাফরান রঙের(একটি রঙের নাম)
মশগুল– বিভোর
মাচান– মাচা বা পাটাতন

পউষের বেলাশেষে
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশগুল–
ঝিঙে ফুল।।

বাংলা পৌষ মাসের শেষ বিকেলে শুকনো মাচায় যখন ঝিঙে ফুল ফুটে তখন পরিবেশটা অন্যবকম হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণবন্ত ও বিভোর হয়ে ওঠে। ঝিঙে ফুলের মধ্য দিয়ে পুরো পরিবেশটা খুব সুন্দর হয়ে যায়।

শ্যামলী–সবুজ প্রকৃতি
আলুথালু– এলো মেলো
অকূল–সীমাহীন

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়–
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!'
আসমানে তারা চায়–
'চলে আয় এ অকূল!'
ঝিঙে ফুল।।

এখানে সবুজ শ্যামল প্রকৃতিকে মা আর ঝিঙে ফুলকে সন্তান হিসাবে তুলনা করেছেন কবি।

মায়ের কাছে তার সন্তানের যেমন সব সময় সুন্দর ও ভালোবাসার স্থান, কবি তার সাথে তুলনা করেছেন সবুজ প্রকৃতি মায়ের ও ঝিঙে ফুলের সম্পর্ক কে।

মা যেমন সন্তানকে খুব আদর স্নেহের সাথে ঘুমাতে যাবার কথা বলে প্রকৃতি মাও যেন ঝিঙে ফুল কে সে কথা বলছে।

ঝিঙে ফুলের প্রতি বিমোহিত হয়ে প্রজাপতি ও আসমানের তারা প্রকৃতি মায়ের বন্ধন ছেড়ে তাদের কাছে যেতে বলে ।

তুমি বলো– 'আমি হায়
ভালেবাসি মাটি-মায়,
চাইনা ও অলকায়–
ভালো এই পথ-ভুল!
ঝিঙে ফুল।।

অলকায়– স্বর্গের নাম

আসমানের তারা ও প্রজাপতি সকলের ডাককে ঝিঙে ফুল অস্বীকার করে বলে সে যেখানে আছে ভালো আছে। ঝিঙে ফুলের কাছে স্বর্গের চেয়ে ও প্রকৃতি মায়ের মাটির গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রকৃতির প্রতি ঝিঙে ফুলের এই অপরিসীম ভালোবাসা অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে চায় না ,সেটা স্বর্গ হলে ও নয়। প্রকৃতির প্রতি ঝিঙে ফুলের অঘাত ভালোবাসার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে উত্তর লিখবে এবং পরে উত্তরপত্র দেখে মিলাবে।

কুইজ:৩

সঠিক উত্তরটি লিখ:

১) 'ঝিঙে ফুল' কবিতার উদ্দেশ্য কী?
ক) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা
খ) মানুষের প্রতি ভালোবাসা
গ) পড়ার প্রতি ভালোবাসা
ঘ) প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা

২) 'গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে'-চরণটির মূলকথা কী?
ক) প্রকৃতির ডাকে দিন বাত্রি আসে
খ) প্রকৃতির গান শুনে সন্ধ্যা নামে
গ) উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আহ্বানেই প্রকৃতি সাড়া দেয়
ঘ) প্রকৃতির কারণেই প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়

৩) 'শ্যমলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকুরে'- চরন দ্বারা কবি কোন দিকটি নির্দেশ করেছেন?
ক) সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ
খ) প্রকৃতির সহচর্যেই প্রকৃতির সৌন্দর্য বিকশিত
গ) ঝিঙে ফুল প্রকৃতি মাতার সন্তান
ঘ) সবুজ শ্যামল প্রকৃতির সৌন্দর্য

৪) আলুথালু ঘুমু যাও রোদে গলা দুপুরে'-চরণটির দ্বারা কবি প্রকৃতির কোন অবস্থাকে তুলে তুলে ধরেছেন?
ক) সময়ের প্রেক্ষিতে প্রকৃতির আচরণ
খ) দুপুরে রৌদ্রতপ্ত অবস্থা
গ) প্রকৃতির বিশ্রাম
ঘ) প্রকৃতির সুপ্ত অবস্থা

৫) 'প্রজাপতি ডেকে যায় - বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়'-চরণটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি নির্দেশ করেছেন?
ক) প্রকৃতির প্রতি প্রজাপতির আগ্রহ
খ) প্রকৃতির প্রতিজীবের আহ্বান
গ) প্রকৃতি প্রেম
ঘ) প্রকৃতি সচেতনতা

৬) 'আসমানে তারা চায় চলে আয় এ অকূলে '- চরণটি দ্বারা কোন দিকটি ইঙ্গিত করেছেন?
ক) প্রকৃতির প্রতি আসমানের তারাদের আগ্রহ
খ) প্রকৃতির প্রতি অসীমের আহ্বান
গ) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা
ঘ) প্রকৃতি সচেতনতা

৭) 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল'- চরণটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি নির্দেশ করেছেন?
ক) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা
খ) সবুজ ও ফিরোজা রঙের ব্যবহার
গ) প্রকৃতির রঙের ব্যবহার
ঘ) সবুজ গাছে ফিরোজা রঙের ফুলের সৌন্দর্য

৮) 'লতিকার কর্ণে ঢলঢল স্বর্ণে ঝলমল দোলো দুল'-চরণটির মূল বিষয়বস্তু কী?

ক) প্রকৃতির অলংকার ব্যবহার
খ) প্রকৃতির সাজসজ্জা
গ) ঝিঙে ফুলকে দুল কল্পনা
ঘ) প্রকৃতির সৌখিনতা

৯) 'ঢলঢল স্বর্ণে ঝলমল দোলো দুল'-চরণটি দ্বারা কবি ঝিঙে ফুল কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরেছেন?

ক) প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য
খ) প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপ
গ) প্রকৃতির বন্ধনা
ঘ) অপরূপ প্রকৃতি

১০)মরা মাচানের দেশ করে তোলে মশগুল- কবি 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় এ কথা দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ক) মরা মাচানকে জীবন দান করা
খ) শুকনো মাচানকে
গ) ফুলে ফুলে ছেয়ে ফেলে শুকনো মাচা
ঘ) প্রাণহীন প্রকৃতিতে প্রাণের ছোয়া

উত্তর:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক	গ	খ	ঘ	খ	খ	ঘ	খ	ক	ঘ

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

i. মশগুল শব্দের অর্থ কী?
ii. কে অলকায় যেতে চায় না?
iii. 'হিয়া' অর্থ কী?
iv. ঝিঙে ফুল কোন দেশের ফিরোজিয়া ফিঙে কুল?
v. জাফরানি কী?
vi. গুল্মে কর্ণে কী ফোটে?
vii. ঝিঙে ফুল কখন ফোটে?
viii. পাতার দেশের পাখি কিসে বাঁধা?
ix. অলকা বলতে কী বুঝায়?
x. ঝিঙে ফুল কে ডেকে যায়?
xi. শ্যামলী মায়ের কোলে কে ঘুমায়?
xii. কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন?
xiii. আমাদের রণ সংগীত কোনটি?
xiv. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার নাম লিখ।

কর্ম অনুশীলন পত্র

অনুধাবন প্রশ্ন:

১. প্রজাপতি ঝিঙেফুলকে ডেকে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. ঝিঙে ফুল মাটি মায়ের কাছেই থাকতে চায় কেন?

৩. চাহি না ও অলকায়- ব্যাখ্যা কর।

৪. ঝিঙে ফুলের কাছে প্রজাপতি ও আসমানের তারার আহ্বান কীরূপ?

৫. শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকুরে- চরণটি ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১) তমাল গ্রাম থেকে এইচ এস সি পাশ করেছে। শহরে এসে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় কিন্তু গ্রামের চমৎকার নিরিবিলি পরিবেশ ছেড়ে শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে সে মন টিকাতে পারে না। অবশেষে সে গ্রামে ফিরে যায় সেখানের কলেজেই ভর্তি হয়। আর সবাইকে জানায় শহর অনেক রঙিন আর আধুনিক হলেও সে যেতে চায় না শহরে।

ক) অলকা কী?

খ) 'ভালো এই পথ ভুল!' বলতে কী বোঝানো হয়েছ?

গ) তমাল এর শহরে পড়ায় ইচ্ছার সাথে ঝিঙে ফুল কবিতার কী মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) তমালের গ্রামে ফিরে আসা ও গ্রামে থাকার ইচ্ছা ও ঝিঙে ফুলের ইচ্ছা একই সূত্রে গাঁথা- এই উক্তির যথার্থতা নিরূপন কর।

২)

কাজল বিলের কালো পানি
টলোমলো বেশ,
মধ্যিখানে শাপলা মেয়ে
মুখে হাসির রেশ।।
বুক ভরা পাখা মেলে
হেসে ওঠে ভোরে যদি যাও কাজল বিলে
সাথে নিও মোরে।।

ক) ঝিঙে ফুল কোন দেশে ফোটে ?

খ) ' সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল।'-লাইনটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?

গ) উদ্দীপকে 'ঝিঙে ফুল' কবিতার কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ) 'উদ্দীপক ও 'ঝিঙে ফুল' কবিতা একই আবেগে রচিত।' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ?

৩) মায়ের আদুরে দুলালি মালা । বয়স দু বছর, মায়ের কোল আলো করে রেখেছে সে। মায়ের কোলে সে বসে আছে, তার মামি তাকে ডাকে , 'চলে এস আমার কাছে।' সে রাজি হয় না। তার বাবা বলেন,'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

ক) ঝিঙে ফুলকে কে ডেকে যায়?

খ) 'ভালোবাসি মাটি-মায়'- একথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকের মালার মাতৃকোল ছেড়ে না যাওয়ার বিষয়টি কীভাবে ' ঝিঙে ফুল' কবিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর

ঘ) উদ্দীপকের মালার মায়ের কোলে শিশু এবং পল্লি-প্রকৃতিতে ' ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্য অভিন্ন'-উক্তিটির তাৎপর্য অভিন্ন'-উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।